সমকাল

তারিখ ... 07 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

মানহীন মেরিন একাডেমি
শিক্ষার মান নিয়ে আপস নয়

মানহীন বেসরকারি মেরিন একাডেমি বন্ধের সুপারিশ করেছে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়। তবে চূড়ান্ত পদক্ষেপের আগে তাদের মান বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ৬ মাস সময় দেওয়া হয়েছে। রোববার সমকালে 'মানহীন বেসরকারি মেরিন একাডেমি বন্ধের সুপারিশ' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে এখন যে ১৮টি বেসরকারি মেরিন একাডেমি চালু রয়েছে তার মধ্যে ঠিক অর্ধেক অর্থাৎ ৯টিকে মানহীন হিসেবে চিহ্নিত করেছে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর। তাদের এ পদক্ষেপ ইতিবাচক বলেই আমরা মনে করি। তবে ১৮টির মধ্যে মাত্র একটি এ গ্রেডের এ তথ্যও কিন্তু উৎসাহব্যঞ্জক নয়। শিক্ষার্থীরা নিম্নমানের প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু শিখবে না, এটা জানা কথা। মেরিন একাডেমিতে তাত্ত্বিক বিষয়ের পাশাপাশি হাতেকলমে শিক্ষার সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক এবং পাঠদানের অন্যান্য আয়োজনে ঘাটতি থাকলে বিপুল অর্থ ব্যয় করে ভর্তি হয়ে কী লাভ? নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্ত কিন্তু একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন সামনে আনে– ২০০১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত যে ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে তার যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া কি সঠিক ছিল? নাকি রাজনৈতিক বিবেচনা কিংবা অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে? এর পেছনে কারা সক্রিয়? মানহীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৬ মাস সময় দেওয়া হয়েছে– এটা ভালো সিদ্ধান্ত। একই সঙ্গে কোন 'জাদুরকাঠির স্পর্শে' এ ধরনের মানহীন প্রতিষ্ঠান চালু হতে কিংবা কার্যক্রম শুরুর অনুমোদন পেল তারও তদন্ত দরকার। যারা প্রয়োজনীয় সুবিধা না থাকার পরও প্রতিষ্ঠান চালুর অনুমতি আদায় করতে পেরেছে তাদের হাত লম্বা, তাতে সন্দেহ নেই। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ হিমাগারে ফেলে রাখতে তারা তৎপর হবে না, সেটা ভাবা কঠিন। বাকা পথ তাদের ভালো করেই জানা থাকার কথা। তারা মান বাড়ানোর সময়সীমা বাড়িয়ে নিতে সচেষ্ট হতে পারেন। কিংবা মান না বাড়িয়ে অথবা কিছু কসমেটিস পরিবর্তন দেখিয়েও নিজেদের গ্রেড বদলে নিতে পারেন। সংশ্লিষ্টরা উপযুক্ত মান অর্জনের সনদ প্রদানের সময় এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখবেন, এটাই প্রত্যাশা। শিক্ষার মান নিয়ে কোনো আপস হতে পারে না।